দৈনিক
প্রতিদিনের বার্তা

রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্ম সচিব) "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করেন —প্রতিদিনের বার্তা

সেচ সুবিধায় এ অঞ্চলে বছরের বাড়তি খাদ্য শস্য উৎপাদন ৭২ হাজার ৮৮৭ মেট্রিক টন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিএডিসি'র আওতায় রংপুরাঞ্চলে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রায় ১৪০.৭৭৮৩ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। এসব প্রকল্পের আওতায় রয়েছে খাস মজা খাল পুনঃখনন আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগে ভূ-উপরিস্থ পানি তথা প্রবাহমান নদী ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন।

রংপুরাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, ঘাঘট, দুধকুমারসহ ছোট বড় বেশ কিছু প্রবাহমান নদীর ভূউপরিস্থ পানির প্রচুর উৎস থাকা সত্ত্বেও পানি সংরক্ষণের অভাবে শুষ্ক মৌসুমে সেচের অভাবে অনাবাদি থাকছে ১.৬৮ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি। শুষ্ক মৌসুমে কাঙ্খিত মাত্রায় পানি সেচ কাজে ব্যবহৃত না হওয়ায় ফলে প্রতিবছর শস্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে প্রায় ৭২ হাজার ৮৮৭ মেট্রিকটন যা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) রংপুর, সূত্রে জানা যায়, খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিএডিসি'র আওতায় গতবছর ২৬ শে ফেব্রুয়ারী শেরেবাংলানগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ১৪০.৭৭৮৩ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। পাঁচ বছর মেয়াদী (জানুয়ারী,২০১৮ থেকে জুন,২০২২) এ প্রকল্পের প্রধান চলতি কার্যক্রম গুলো হল, আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি তথা প্রবাহমান নদী ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন ও ব্যবহারের নিমিত্তে খাস মজা খাল পুনঃখনন এবং ১১৮টি পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫